- 4 APR 20 3

[illegible] APR 2003 [illegible]

দৈনিক জনকণ্ঠ

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ফের অশান্ত হয়ে উঠছে ॥ লেখাপড়া ব্যাহত, সেশনজট

মোশতাক আহমেদ

যোগ্যতার চাইতে দলীয় লোকদের উপাচার্যসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ, নিয়োগের পরও নগ্ন দলীয়করণ, ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীদের সহমর্মিতার পরিবর্তে সংঘাত-সংঘর্ষসহ বিভিন্ন কারণে দেশের উচ্চশিক্ষার প্রধান বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিস্থিতি দিন দিন অস্থিতিশীল হয়ে পড়ছে। এতে করে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সেশনজটের কবলে পড়ে শিক্ষার্থীরা স্বপ্ন হারিয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার কারণে স্বয়ং সরকারও উদ্বিগ্ন। অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে সিলেট শাহজালাল ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে লাগাতার ক্লাস বর্জনসহ বিভিন্ন কর্মসূচী। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্টরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসকের গণহারে পদত্যাগের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগেও চলছে ধর্মঘট। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, কলেজগুলোতেও এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জামায়াতঘেঁষা উপাচার্যের অপসারণ দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করে ২৪ দিন ধরে ক্লাস বর্জনসহ বিভিন্ন আন্দোলন করে আসছে। তাঁরা ঘোষণা দিয়েছে,

(১১-পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ফের

(১২-এর পাতার পর)

উপাচার্য পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। এ অবস্থায় ২২ মাসের সেশনজটকবলিত বিশ্ববিদ্যালয়টি আরও কত সময়ের জন্য সেশনজটে পড়বে তাই আজ ভাবনার বিষয়। একই অবস্থা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও। এখানেও বিএনপি ও জামায়াতসমর্থিত উপাচার্য, উপউপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের পদত্যাগ দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গত ২২ মার্চ থেকে লাগাতার কর্মবিরতিসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে আসছে। আর এখানে এই আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছে বিএনপিপন্থী শিক্ষকরাই। শিক্ষক সমিতির সঙ্গে এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার-কর্মচারীরাও যোগ দিচ্ছে। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়টি কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্টরসহ ১৩ প্রশাসক উপাচার্যের বিরুদ্ধে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ও জামায়াত শিবিরকে প্রাধান্য দেয়ার কারণে পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগকারীরা জিয়া পরিষদের সদস্য। পদত্যাগকারীদের মধ্যে বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, হাউস টিউটর, সহকারী প্রক্টর, বিভিন্ন সেন্টারের পরিচালক রয়েছেন। একসঙ্গে এতজন প্রশাসকের পদত্যাগের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছে। গত ১৬ মার্চ দিনাজপুর হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দলীয়করণ ও উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে বিক্ষোভ করলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এতে ভিসিসহ ৫০ জনের মতো আহত হন। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষিত হয়। বেশ কিছু দিন বন্ধ থাকার পর কয়েকদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ধরনের চাপা উত্তেজনা চলছে। সবচেয়ে বেশি সেশনজটকবলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। কথায় কথায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট হয়, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। গত ১৭ মার্চ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের হামলার কারণে পাল্টাপাল্টি ধর্মঘট হয় বেশ কয়েকদিন। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়টিও বন্ধ থাকে কয়েকদিন। বিঘ্নিত হয় পড়াশোনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ধর্মঘটের কারণে বিভাগটির অবস্থা খুবই শোচনীয়। বিভাগের এক শিক্ষককে নিয়ে এখানে পাল্টাপাল্টি ধর্মঘট হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা শেখ রেজাউল ইসলাম রেজাকে ছাত্রদলের ক্যাডাররা বেদম প্রহার করে। এর প্রতিবাদে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ করে। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ ঘোষণা দিয়েছে অবিলম্বে এই ঘটনার বিচার না হলে তারা কঠোর আন্দোলনে যাবে। এ অবস্থায় এই বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থাও অস্থিতিশীলতার দিকে যাচ্ছে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, বিভিন্ন কলেজের অবস্থাও দিন দিন খারাপ হচ্ছে। ছাত্রীদের জন্য দেশের সর্ববৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে মঙ্গলবার ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ছাত্রলীগ ও ছাত্রফ্রন্টের নেত্রীদের মারধর করে। ছাত্রলীগ এই ঘটনার প্রতিবাদে আগামীকাল শনিবার কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ কর্মসূচীর ঘোষণা দিয়েছে। এতে করে এই কলেজটিতেও এক ধরনের অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ্য শিক্ষকদের বাদ দিয়ে দলীয় শিক্ষকদের উপাচার্য, উপউপাচার্য, কোষাধ্যক্ষসহ বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেয়া হয়। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন চালাতে গিয়েও দলীয়করণের আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে এমন সব লোক উপাচার্য হয়েছেন যিনি আদৌ পিএইচডি করেছেন কিনা কিংবা আদৌ কোন মৌলিক গ্রন্থ আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। তাঁদের প্রধান যোগ্যতা তাঁরা কোন বিশেষ দলের সমর্থক। চর দখলের ন্যায় উপাচার্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানের পদটিও আজ দখল হচ্ছে। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংগঠনগুলোর সংঘাত-সংঘর্ষ লেগেই আছে। এসব কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিস্থিতিও দিন দিন জটিল হচ্ছে, ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। ছাত্রছাত্রীরা সেশনজটের কবলে [illegible]